



308705 - জনকৈ ব্যক্তি এক কোম্পানিতে প্রোগ্রামার হিসেবে চাকুরী করছেন; কিন্তু কোম্পানি তার পাওনা দেননি; এমতাবস্থায় তিনি কি কোম্পানির কিছু প্রোগ্রাম বক্রিকরবে নিজেরে অর্থ আদায় করতে পারবে?

প্রশ্ন

আমি মাসকি বতেনরে ভিত্তিতে এক কোম্পানিতে প্রোগ্রামার হিসেবে চাকুরী করতাম। চার বছর সার্ভিস করার পর আমি চাকুরী ছড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি তাদের কাছ থেকে আমার পাওনা পরিপূর্ণভাবে পাইনি; যদিও তারা আমাকে প্রতশ্রুতি দিয়েছিল। এরপর তারা আমাকে বলল যে, তাদের জন্য আগে যে সিস্টেমে ডেভেলপ করেছিলাম সে সিস্টেমে কিছু প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত কাজ করে দিতে। এর জন্য তারা আমাকে অতিরিক্ত পেমেন্ট করবে এবং সাথে পূর্বরে পাওনাগুলো দিয়ে দাবে। স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদিত এই সামগ্রী ও প্রোগ্রামগুলোর মালিকানা তাদেরই হবে। তাদের কাছ থেকে আমার পাওনাগুলো উদ্ধার করার পদক্ষেপে হিসেবে আমি রাজি হয়ে গেলোম। দশমাস পর আমি কাজগুলো পরিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করলাম। এরপর থেকে তারা আর আমার কল রসিভি করে না। পরে আমি জানেছি যে, আমি যে সিস্টেমেটা ডেভেলপ করেছি সেটা তারা বক্রিকরবে দিয়েছে এবং কয়েকজন কাস্টমার ও কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেটা সেটেআপ দিয়েছে। এভাবে তারা বক্রিকরবে যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন হল: যহেতু তারা চুক্তি ভঙা করেছে এবং তাদের প্রতশ্রুত অর্থ পরিশোধ করেনি সক্ষেত্রে এ প্রোগ্রামগুলো কি আমার মালিকানাধীন হিসেবে ধর্তব্য হবে; যাত করে আমি সেটা বক্রিকরবে হালালভাবে লাভ পতে পারি। এ প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে আমি চাকুরীকালীন সময়ে যা কিছু ডেভেলপ করেছি সেগুলোও আছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কটে কোন কোম্পানিতে প্রোগ্রামার হিসেবে চাকুরী করে সে ক্ষেত্রে প্রোগ্রামগুলোর মালিকানা কোম্পানীর হবে। তিনি তার অনার্থকি অধিকার সাব্যস্ত করার দাবী করতে পারনে; সেটা প্রোগ্রামে তার নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে।

যদি কোম্পানি আপনাকে আপনার পাওনাগুলো পরিশোধ না করে এবং পরবর্তীতে অতিরিক্ত পারশ্রমকিরে বনিমিয়ে আপনাকে প্রোগ্রামগুলো উন্নয়ন করে থাকনে; কিন্তু সে পাওনাও কোম্পানি আপনাকে না দেয়— তাহলে আপনার সমস্ত পাওনা কোম্পানীর উপর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আপনি আইনানুগ পন্থায় আপনার পাওনাগুলো পাওয়ার চেষ্টা করতে পারনে; যমেন মামলা করার মাধ্যমে।



তবে প্রোগ্রামগুলোর মালিকানা কোম্পানিরই থাকবে। আপনার পাওনা পরিশোধে গড়মিস্কিরার কারণে সেগুলোর মালিকানা কোম্পানি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আপনার কাছে চলে আসবে না। কিন্তু আপনি আইনানুগ পন্থা অবলম্বন করার পরও যদি আপনার অধিকার না পান সেক্ষেত্রে আপনার জন্য এই পরমাণ প্রোগ্রাম বিক্রি করা জায়গে হবে যতটুকু বিক্রি করলে আপনার পাওনা উঠে আসবে; এর চয়ে বশে নিয়। এটি আলমেদের নকিট **مسألة الظفر** হিসাবে পরিচিত। তবে আপনি নিজেকে চুরির অপবাদ থেকে রক্ষা করতে পারার শর্ত প্রযোজ্য হবে।

ইবনুল মুলাক্কনি (রহঃ) বলেন: "যে ব্যক্তির অপর কারো কাছে কোন পাওনা থাকে; কিন্তু আদায় করতে সক্ষম না হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে তার পাওনার সমপরিমাণ সম্পদ গ্রহণ করা জায়গে হবে। এটি ইমাম শাফয়েি ও তাঁর সাখীদের মাযহাব। এটাকে বলা হয়: **مسألة الظفر**।"

ইমাম আবু হানফি ও মালকে নাজায়গে বলছেন; যমেনটি তাদের থেকে ইমাম নববী 'শারহে মুসলমি' গ্রন্থে উদ্ধৃত করছেন।

কুরতুবী বলেন: "এটাই হচ্ছে ইমাম মালকের প্রসিদ্ধ মাযহাব।"

অপর এক আলমে ইমাম আবু হানফি থেকে বর্ণনা করেন যে: তার পাওনা যে জাতীয় সে জাতীয় জনিসি নতিে পারবে; অন্য জাতীয় জনিসি নয়। তবে সে দিনারেরে পরবির্তে দরিহাম নতিে পারবে; কিন্তু উল্টোটা নতিে পারবে না।

ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণতি: সে ব্যক্তি সজাতীয় জনিসি বা অপর জাতীয় জনিসি কোনটাই নতিে পারবে না।

ইমাম মালকে থেকে বর্ণতি: যদি ঋণগ্রস্তরে উপর অন্য কোন ঋণ না থাকে (অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তির পাওনা না থাকে) তাহলে নতিে পারবে। আর যদি অন্যরেও ঋণ থাকে তাহলে তার পাওনার অনুপাত যতটুকু ততটুকু নতিে পারবে; এর বশে নিয়।

আল-মাযরেি ইমাম মালকে থেকে তনিটি অভমিত বর্ণনা করেন:

তৃতীয় অভমিত হল: যে ব্যক্তি তার পাওনার সজাতীয় জনিসি হস্তগত করতে সক্ষম হয়েছে তার জন্য জায়গে; সজাতীয় না হলে নয়। [আল-ইলাম বি ফাওয়াদে উমদাতলি আহকাম (১০/১৭)]

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।